

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ



শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৮০১

প্রকাশক

এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি

তাম্রলিপি

৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ

ফ্রন্ট এষ

বর্ণ বিন্যাস

তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ

জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স

২৮/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য : ৩৪০.০০

Srestho Kishoregolpo

By : Jharna Das Purkayastha

First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni

Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 340.00

\$12

ISBN : 978-984-98737-4-7

উৎসর্গ

শ্লেহভাজন

শ্রী পিযুষ ভাওয়াল

শ্রী সুদেশ রক্ষিত

বোধন

ছোটবেলায় আমার অনিপুণ হাতের অনেক লেখা আলো-বাতাসের ছোঁয়া পেয়েছে পত্রিকার মাধ্যমে। তবে সচেতনভাবে শিশু-কিশোরদের জন্য লিখতে শুরু করি ১৯৭৪ সাল থেকে।

বড়দের জন্য লেখার সাথে সাথে সমান্তরালভাবে ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করি। এ সময় কচি-কাঁচার সাহিত্য আসরে খুদে লেখকদের কাছাকাছি চলে আসি। শিশু সংগঠন ‘খেলাঘর’-এর সাথে জড়িয়ে থাকার কারণে ওদের মনোজগতের সাথে আমার নিবিড় পরিচয় ঘটে।

বড়দের শাসন-বারণের পরিমণ্ডলে থেকে ওদের স্বপ্ন অনেক সময় মিইয়ে যেতে থাকে। কল্পনার রঙ্গন খেয়াগুলো হারিয়ে যায় দূর অজানায়। ওদের বিষাদ ও মন খারাপের দিনগুলো অন্তর দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করেছি। লেখার প্রেরণা পেয়েছি ওদের কাছ থেকেই। ওরাই আমার গল্পের মূল উপাদান।

ছোটদের ভাবনার জগৎ বহুবর্ণময়। ওদের আনন্দ দুঃখ-বেদনা-অভিমান ও স্বপ্নের মনোহর আলো-ছায়ার রং ছুঁয়ে গেছে আমাকে। তাই তো ওদের জন্য লিখতে পেরেছি।

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্পের জন্য গল্প বাছাই করা বড় সহজ কাজ ছিল না। কথাসাহিত্যিক মঈন আহমেদ এ দুরূহ কাজটি সুচারুভাবে করেছেন, তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ। আশাকরি পাঁচমিশেলি স্বাদের গল্পগুলো পড়তে পড়তে কিশোরের দল নিজেদের স্বপ্নজগৎ খুঁজে পাবে।

সূচিপত্র

মামা-ভাগ্নের পড়া-পেটার কাহিনি	১১
ওয়ান্ডারম্যান	২২
মুক্তিসেনা ঘুমিয়ে আছে	২৯
রান্না মাসির আসা-যাওয়া	৩৬
মেঘের কাছে ইভুর চিঠি	৪১
রাজা ইলিশের কান্না-হাসি	৪৮
মোতাহার আলীর কোলাকুলি	৬১
বুনো নিমের কান্না	৬৬
আকাশটা কী লাল	৭৩
কিস্সু পারি না	৮৩
রাঙা চাঁদের আলো	৮৮
বড়চাচুর টিনের বাক্স	৯৭
শীতের ভূত	১০২
রংরং বন্ধু	১১০
টিপুর দাদু ও বায়োনিক ওম্যান	১১৮
ঝুম বৃষ্টি ও অয়ন	১২৬
শিলঙের বীর বাহাদুর	১৩০
আকাশ পরীর গল্প	১৩৯
পাপ্পার দাদু	১৪৬
ইভানের কাজলাদিদি	১৫৩

মামা-ভাগ্নের পড়াপেটার কাহিনি

ঝন্ঝন্ করে কাচের কিছু একটা ভাঙলো।

আরে কি ভাঙলো? বাটি, গেলাস না পেয়ালা?

বড়মামু অস্থির হয়ে ওঠেন।

—হায় রে অর্ক, ভেঙে ভেঙে একেবারে শেষ করে ফেল।

মা বলেন, তুমি থামো তো দাদা, দেখি আগে কে ভেঙেছে। অর্ক ভেঙেছে কে বলল?

—তুই থাম তো তিন্নি। বলি অর্ক ছাড়া আর ভাঙবেটা কে? বাড়িতে আসার পর থেকে তো দেখছি, কোনোদিন কি তোর ছেলে ভালো কিছু করেছে? বল্ করেছে?

মা মাথা নুইয়ে বসে থাকেন বড় ভাইয়ের কথায়। বড়মামু কানাডা থেকে দেশে ফিরেছেন মাস দুয়েক হলো। এতদিন এখানে ওখানে ঘোরাফেরা করেছেন। সিলেটে দশদিন, সুনামগঞ্জে চৌদ্দ দিন, হবিগঞ্জে সাত দিন, ময়মনসিংহে বিশ দিন ও গাজীপুরে নয় দিন কাটিয়ে ঢাকায় ছোট বোনের বাড়িতে এসেছেন। এখান থেকেই সোজা বিমানবন্দরে যাবেন।

এসেই যখন পড়েছেন তখন একমাত্র ভাগ্নে অর্ককে একটু গড়ে-পিটে দিয়ে যাবেন না? এটা তার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। আপনজন বলে কথা।

—শোন, ছেলেকে শাসন করব, তুই মাঝখানে কোনো কথা বলবি না তিন্নি। একেবারে স্পিকটি নট।

ছোট কাজের ছেলে অম্বু যে ফড়িঙের মতো দৌড়ে দৌড়ে কাজ করে সে বিকট আওয়াজে চৈচিয়ে ওঠে, দেইখ্যা যাও গো মামু, খালায় সোন্দর গেলাসটা ভাইঙ্গা ফালাইছে।

খালা মানে ঠিকে বুয়া আনুর মা, ও যেন টগবগ টগবগ ঘোড়ার পিঠে চড়ে কাজ করতে আসে। আধ ঘণ্টার ভেতরে বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঘর মোছা সব সারা। ‘যাইগা গো’ বলে নেচে নেচে ওর প্রস্থান।

গেলাস ভাঙার খবর শুনে মামু একেবারে চুপ। আনুর মাকে কিছু বলার সাহস তার নেই, কথায় কথায় ও এমন ফাঁস করে ওঠে যে মামা নতমুখে পরাজয় স্বীকার করে নেন।

অর্ক কি করে ভাঙবে ও তো ইঙ্কুলে।

অম্বু মামুর কাছে এসে বলে, কি গো মামু-ভয় পাইলেন নাহি আনুর মায়েরে?

—গেলি?

এ সময় ফিরে আসে অর্ক। ধপাস করে টেবিলে পেট মোটা ক্যান্সিসের ব্যাগটা রাখতেই অম্বু কানে কানে বলে, জবর শরম পাইছে মামায়।

ঘটনা শুনে করুণ নিঃশ্বাস ফেলে অর্ক। বড়মামু এ বাড়িতে আসার পর বড্ড কষ্টের দিন শুরু হয়েছে ওর। যেন যত দোষ অর্ক ঘোষ। অর্ক যেন কোনো ভালো কাজ করতেই পারে না। মামার সামনে দাঁড়িয়ে করুণ মুখে অর্ক বলে, আমি তো সব সময় ভালো কাজের চেষ্টা করি মামু। বিশ্বেস করো।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মামু বলেন, ছাই করিস, আসা অদি তো শুনলাম না, একটু কিছু ভালো করেছিস।

বুক ভাঙা নিঃশ্বাস ফেলেন মামা, তোর ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই নেই, বর্তমানও কি আছে? কিছু নেই।

অপমানে-দুঃখে ঠোট নাড়তে থাকে অর্ক। বেশ, না থাকুক, তোমার কি? আপন মনে কথাগুলো বলে অর্ক, মামা যেন শুনতে না পায়। মামা বয়সে বড় যে, বড়দের মুখে মুখে তর্ক করতে নেই।

রকেট, ডাবলু, গাবু, বুয়া, গাবলু, টিটো-কতো বন্ধু ওর, ওদের মামারা ঠিক যেন রসে ডোবা রসগোল্লা। মামা-ভাগ্নে মিলেমিশে একাকার। বেলুন মামা, বাদল মামা, নূরু মামা ওদেরকে দেখলে মনে হয় কবি এমন ধারা মামাদের দেখেই লিখেছেন—‘মামার বাড়ি ভারি মজা, কিল চড় নাই।’

মামারা রসে ডোবা রসগোল্লার মতো কী যে নরম আর তুলতুলে হয়! আর অর্কের কপালে জুটেছে এই খরখরে মামা। মামার সারমন দেয়া অবিরত চলছে।

—খালি আলসেমি। জানিস ইংরেজিতে একটি কথা আছে— আইডল মাইন্ড ইজ ডেভিলস ওয়ার্কশপ।

—এর মানে? অর্ক অবাক চোখে মামার দিকে তাকায়।

—মানে হলো—অলস মন শয়তানের কারখানা।

—বাঃ রে, আমার মন অলস হলো কোথায়? ইস্কুলে যাই, পড়াশুনা করি, হোমওয়ার্ক আছে, রাতে টিচার আসেন। আমাকে তুমি খামোকা বকুনি দাও বড়মামু।

—আমি কি তোর শত্রু? বকুনি দেই আমি? বললিটা কি?

তিনি, এ্যাই তিনি—শোন তোর ছেলের কথা।

—এই তো ইস্কুল থেকে ফিরলি, এবার কি করবি?

—রেস্ট নেব।

—এরপর?

—খাব।

—তারপর?

—শোব।

—এই তো শুয়ে থাকবি, আলসে কোথাকার।

—আরে মামা, আমি কি শোবও না? কি যে বলো না তুমি। শুয়ে শুয়ে একটু ভাবব না? ইস্কুলে সিনিয়র আর জুনিয়র টিমের খেলা হবে শুক্রবার বিকেলে। আমি স্টপার, চোখ বুজে খেলার প্ল্যানটা ঠিক করতে হবে না?

—খালি মুখে মুখে তর্ক, তোর চেয়ে বাড়ির লেপচু কুকুরটা ঢের ঢের বুদ্ধি রাখে।

লোমে ঢাকা কুকুরটি জুলজুল চোখে তাকায় অর্কের দিকে। বলে, ছিঃ ছিঃ অর্ক, মানুষের সাথে কুকুরের তুলনা? তবেই বোঝ।

বেজায় দুঃখে দিন কাটছে অর্কের।

শুভ্র আর মিমো প্রাণের বন্ধু দুজন জিজ্ঞেস করে—এ্যাই অর্ক, কি হয়েছে রে তোর? মন খারাপ করে চুপচাপ বসে আছিস কেন? টু বি ভেরি ফ্র্যাংক।

কথা বলে না অর্ক।

ক্লাসের পড়া শেখেনি, স্যার এজন্য বকুনি দিয়েছেন। কান দুটি মলেছেন কিংবা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলেছেন, এ্যাই বাঁদর, ইস্কুলে কি চেহারা দেখাতে এসেছিস—এসব কথা ক্লাসের বন্ধুদের অনায়াসে বলে হালকা হওয়া যায়, কিন্তু মামা-ভাগ্নের মিষ্টি সম্পর্কটা রাবড়ি আর আমের মতো, সেই সম্পর্কে যদি ফাটল ধরে, ফাটল ধরার বাকি আর কি আছে, বড়মামু বাড়ি আসার পর থেকেই তো খটোমটো সম্পর্ক তৈরি করেছে। ঘরের এই কথা কি কাউকে বলা যায়? ভীষণ টাচি ব্যাপার ওগুলো।

বিকেলে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বড়মামু মুখে টপাটপ ফেলছেন পাঁপড় ভাজা, কাজুবাদাম আর নারকেলের বরফি। উপাদেয় খাবার খেতে খেতে তৃপ্তিতে দু'চোখ বুজে ফের বুক-ভাঙা নিঃশ্বাস ফেলেন।

—ঠিক আছে অর্ক, পড়াশুনায় ভালো হোসনি, প্ল্যারও তো হতে পারতিস।

—সে আর হইনি বুঝি?

—হুঁ ঘটনা তো শুনলাম।

—কি শুনলে বলো।

—বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় 'এগ এন্ড স্পুন' রেসে দৌড়ের মাঝখানে সেদ্ধ ডিমটা খেয়ে নিয়েছিস। তাই তো?

হাসির রোল ওঠে।

লজ্জায় লাল হতে হতে মলিন হয়ে ওঠে অর্কের মুখ।

—তুমি সবার সামনে বড্ড লজ্জা দাও মামু। সে কি আমি ইচ্ছে করে করেছি? দৌড় দিতে গিয়ে সবার থেকে যখন পিছিয়ে পড়েছি, ফার্স্ট সেকেন্ড কিছুতেই হতে পারব না তখনই তো সেদ্ধ ডিমটা ছাড়িয়ে মুখে দিয়েছি।

—বেশ করেছিস।

—তো কি করব? ডিমটা তো ক্লাসের ছেলেরা খেয়েই ফেলত।

—স্টুপিড কোথাকার।

—কেন মামা, খেলায় হেরে গেছি বলে স্টুপিড বলবে কেন? ইংরেজিতে তাহলে কেন বলে—ফেইলিওর ইজ দ্য পিলার অব সাকসেস।

—খবরদার, বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে থাকা বড়মামা উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে ফুটতে উঠে বসেন।

—ফেল করতে করতে তুই কবে পাস করবি শুনি?

মামার সামনে থেকে সেদিন পালিয়ে বাঁচে অর্ক।

দিন দুয়েক পর বাংলা ক্লাসে স্যার ভাব-সম্প্রসারণ লিখতে দিলেন, 'চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।' ভাব যত বড় করে পারা যায়, লিখতে থাকে।

চকিতে অর্কের মনের ভেতর যেন চকমকি পাথর জ্বলে ওঠে। সত্যি সমান যায় না? এও কি হয়? মামা ভিসার মেয়াদ বাড়াবে না, কদিন পরই বিশাল বিমানে চড়ে হুঁশ হুঁশ করে ফের চলে যাবে কানাডা? বড় মামুর সব সময়ের অত্যাচার থেকে, হুল ফোটানো কথা থেকে বাঁচবে তো?

মা যে কী! খালি পেছন থেকে আদুরে গলায় বলতে থাকে-ও বড়দা, আর কটা দিন থেকে যাও না প্লিজ। দূর দেশে গেলে আবার কবে ফিরবে কে জানে।

বড় মামার জবাব, না-রে, অনেক দিন হয়ে গেল...

মনে মনে ক্লাসরুমে বসে চোখ বুজে বলতে থাকে, বড় মামু, চলে যাও তুমি, প্লিজ।

অর্কের বুকের ভেতর আনন্দ টাইটম্বুর হয়ে ওঠে। সে লিখতে থাকে। কেবলই লিখতে থাকে। মনের ভাবকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করতেই থাকে।

স্যার এক সময় বলেন, কি রে অর্ক-ভাব-সম্প্রসারণ না রচনা লিখতে বসেছিস রে?

স্যারের কথায় চমকে ওঠে দেখে, সত্যিই তো, রচনা লিখে ফেলেছে সে, খাতাটি যে প্রায় ফুরিয়ে এল।

২.

কদিন থেকে মামার মাথায় নতুন বাই উঠেছে। পরিষ্কার করো, ঘর ছিমছাম করো, বাড়ি ছাফাই করো। চায়ের পেয়ালায় ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে মামা বলতে থাকেন-জিনিসপত্রে একেবারে ঠাসাঠাসি হয়ে আছে ঘরদোর। অর্কের বই-খাতাপত্রের কথা বলে তো আর লাভ নেই। বিদেশে পুরনো কাপড়-চোপড় একেবারে ফেলে দেয়। আমাদের অর্ক, ওর শার্ট-জ্যাকেট আলনা ওয়ার্ডরোবে ঠাসা। তাকেও বলি তিনি-জেলির শিশি, হরলিকসের বোয়াম, কোকের বোতল, মিষ্টির বাক্স জমিয়ে একেবারে পাহাড় করে রেখেছিস। না রে অর্ক, তুই একেবারেই হোপলেস। বিদেশে তোর মতো ছেলেরা নিজেরা ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ-ডিনার তৈরি করে, তুই তো নিদেন পক্ষে ঘরটা ছাফাই করতে পারিস।

কথা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গেলেন বড়মামু। মা সংসারের কাজকর্ম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। অর্ক অম্বকে নিয়ে ঝাড়ু দিয়ে ঘর পরিষ্কার করছে। আজকে মামাকে ও অবাক না করে ছাড়বে না। ডু অর ডাই, করিব নয়তো মরিব। দরদর করে ঘাম ঝরছে অর্কের চুল বেয়ে। গায়ের গেঞ্জি ভিজে একেবারে চুপসে গেছে। নাহ আজ আর রেস্ট নেই, আজকের স্লোগান হলো-সাফাই করো, ঘর-দোর ঝকঝকে করে তোল।

দুপুরে খেয়ে দেয়ে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে আছে। রাস্তায় হাঁক দেয় কাগজওয়ালা।

-ডাক ডাক অম্ব, শিগগির ডাক। হারি আপ।

ক্লান্ত সুরে অম্ব বলে, আর ফারি না অর্ক ভাইয়া।

না না আজ কাজের শেষ না দেখে ছাড়ব না। মামুকে তাক লাগিয়ে দিতেই হবে।

অম্বও তুখোড় ছেলে, বাসায় হাজারো ফুট ফরমাশ খাটে। এই অম্ব, মোড়ের দোকান থেকে বলপেন নিয়ে আয়, রিফিল নিয়ে আয় তো। চিকেন ফ্ল্যাভারের ম্যাগী নুডলস আর দু'প্যাকেট চিপস আনবি কিন্তু।

বাড়ির সবার অর্ডারে ও দারুণ খুশি, ছুটে ছুটে অম্ব সব নিয়ে আসে। ও বলল, কুছ পরোয়া নেই।

কাগজওয়ালা ডেকে এনে অম্ব বলে, বস্! গাঁটরি বাক্সা সব দিয়া দ্যান। ঘর পরিষ্কার হোক। মামা খালি প্যাচাল পাড়ে।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বড় মামু বেজায় খুশি।

-এতদিনে কাজের মতো কাজ করেছিস অর্ক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবি, বাড়িঘর ঝকঝকে তকতকে থাকবে, তবেই না শুয়ে বসে আরাম। গুড বয় অর্ক, ইয়ু আর অ্যা ভেরি ভেরি গুড বয়।

মা বললেন, তুমি অর্ককে খালি বকাবকি করো বড়দা। এবার দেখলে তো?

-আমি যা করি তোদের ভালোর জন্য করি রে তিনি। তোর একটি মাত্র ছেলে, বখে গেলে কেমন হবে বলত?

তাও তো ঠিক, মা মাথা নাড়েন।

বিকেলে ঠান্ডা বাদলা হাওয়া বইছে বলে, মামু চা না খেয়ে কফি খেলেন। একটু হাঁটাইটি অভ্যাস তার। ডাক্তার মানে অর্কের বাবা বলেছেন, সকালের চেয়ে বিকেলেই হাঁটাইটি করা ভালো। এজন্য বিকেলটাই বেছে নিয়েছেন মামু। বাইরে যাবার সময়ই ঘটল বিপত্তি।

-এই এই অর্ক, আমার জিনসের শার্ট কই?

-একটু খুঁজে দ্যাখো না মামু, এখানেই কোথাও হবে।

-আমার জিনসের প্যান্ট?

-আমার জ্যাকেট?

বড় মামু কাঁদো কাঁদো সুরে আহাজারি করতে থাকেন। নেই-নেই কিছু নেই। মাতাম গুরু হয় বাড়িতে। ঘর পরিষ্কার করবি, সাফাই করবি, পুরনো